কুষ্টিয়ায় নবীন বরণ, বিদায় ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় নবীন বরণ, বিদায় ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান-২০২৬ জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে কুষ্টিয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং কুষ্টিয়া হাজী আবুল হোসেন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মো. রহুল আমিন।

কুষ্টিয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া হাজী আবুল হোসেন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মো. শফিকুর রহমান, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন প্রফেসর মো. আখতার হোসেন, কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান খন্দকার আনোয়ারুল হক এবং চিফ ইনস্ট্রাক্টর মো. জাহাঙ্গীর আলম।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ভাইস প্রিন্সিপাল মো. রাশেদুল হাসান সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন এবং বিভাগীয় প্রধান মনোরুবা রহমানের সঞ্চালনায় সহযোগিতা করেন শামজ্জুমান সজীব, সোহেলী আক্তার, তাম্মী নেওয়াজ, অপু সেন, রুমি খাতুন, আফসানা হাবিব, এনামুল হক, জাহিদুজ্জামানসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের মনোযোগী হয়ে পড়াশোনা করার পাশাপাশি নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, জীবনের প্রতিটি নতুন অধ্যায় নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার মূল লক্ষ্য শুধু ভালো ফলাফল অর্জন নয়; বরং একজন দায়িত্বশীল, নৈতিক ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠাও গুরুত্বপূর্ণ।

বক্তারা আরও বলেন, প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞান অর্জন, দ্বিতীয়

লক্ষ্য সৃজনশীল চিন্তা এবং তৃতীয় লক্ষ্য মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়া। বর্তমান যুগে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার বিকল্প নেই দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ, বিদায়ী শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা এবং কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রজনীগন্ধার ফুলের স্টিক দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, ক্যাপ্টেন (অব.) বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস হোসেন

প্রমূখ।

মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা প্রদান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর সঞ্চালনায় আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সিভিল সার্জন ডাঃ এ কে এম আবু সাইদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা এবং সম্মানিয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃবৃন্দসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা।

আলোচনা সভায় মুক্তিযোদ্ধাগন মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের বিনিময়েই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ

পরিবারের সদস্যদের ফুল দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় এবং সম্মানী ও উপহার সামগ্রী প্রদান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরের উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। গাংনী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা। এ সময় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে কুচকাওয়াজ, আলোচনা সভা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে ফুল দিয়ে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানান উপজেলা প্রশাসন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন গাংনী উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা নাবিদ হোসেন, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলী, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোত্তালিব আলী এবং গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, যাঁদের জীবনের বিনিময়ে এবং বুলেটের মুখে জীবন বাজি রেখে জাতিকে এনে দিয়েছেন একটি লাল-সবুজ পতাকা ও একটি স্বাধীন

সার্বভৌম দেশ, তাঁরা যুগে যুগে চিরঅমর হয়ে থাকবেন। তাঁদের আত্মত্যাগ জাতি কখনোই ভুলবে না। এভাবেই তাঁরা চিরকাল সম্মানিত হবেন।

আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের বিদায় সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রাত ৯ টার সময় এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান গত ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে তিনি যোগদান করেন। গত এই ১৪ মাস তিনি আলমডাঙ্গা থানার দায়িত্ত পাল্ন করেছেন। শক্ত হাতে দমন করেছেন অন্যায়। মাদক নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন।

এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা সিনিয়র সাংবাদিক রহমান মুকুল, প্রশান্ত বিশ্বাস, হামিদুল ইসলাম আজম, ফিরোজ ইফতেখার, তানভির সোহেল,আতিক বিশ্বাস প্রমুখ।

ঝিনাইদহে কৃষক সংবর্ধনা ও কৃষি উপকরণ বিতরণ

‘কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে, কৃষক ছাড়া পৃথিবী অচল’—এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে কৃষকদের সংবর্ধনা ও কৃষি উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার রামনগর গ্রামে পরিবেশবিদ জহির রায়হান এর উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে সদর উপজেলার অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা জুনাইদ হাবীব, পরিবেশবিদ জহির রায়হান, কুমড়াবাড়ীয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হারুন-অর রশিদ ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মিজানুর রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পরে এলাকার ২০ জন কৃষককে সংবর্ধনা জানানো হয় এবং তাদের মাঝে মাথাল, কাস্তে ও গামছা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের আয়োজক জহির রায়হান বলেন, আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় তাদের অমূল্য অবদানকে স্বীকৃতি জানাতেই এ আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের আরও উৎসাহিত করাই ছিল অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

দর্শনায় ট্রাক ও ট্যাঙ্কলরি শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কে সংবর্ধনা

আন্তঃজেলা ট্রাক ও ট্যাঙ্কলরি শ্রমিক ইউনিয়নের দর্শনা শাখা কার্যালয়ের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা আন্তঃজেলা ট্রাক ও ট্যাঙ্কলরি শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন খোকন কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ টায় আন্তঃজেলা ট্রাক ও ট্যাঙ্কলরি শ্রমিক ইউনিয়নের দর্শনা শাখা কার্যালয়ে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তঃজেলা ট্রাক ও ট্যাঙ্কলরি শ্রমিক ইউনিয়নের দর্শনা শাখা কার্যালয়ের সভাপতি সাইফুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে চুয়াডাঙ্গা আন্তঃজেলা ট্রাক ও ট্যাঙ্কলরি শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন খোকন বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার বাস ও ট্রাক শ্রমিকদের আস্থার সংগঠনের সকল সদস্যকে পাশে নিয়ে উন্নয়ন মূলক কাজ করতে চাই।

এ সময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা আন্তঃজেলা ট্রাক ও ট্যাঙ্কলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান শান্ত, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেন আনু, কোষাধ্যক্ষ মোঃ রকিবুল ইসলাম এবং আন্তঃজেলা ট্রাক ও ট্যাঙ্কলরি শ্রমিক ইউনিয়নের দর্শনা শাখা কার্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু সাইদ, সিনিয়র-সহ-সভাপতি মোঃ হুমায়ন কবির, প্রচার সম্পাদক মোঃ সানোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ শ্রী পার্থ প্রতিম রবি শিকদার, কার্য্য নির্বাহী সদস্য মোঃ নাজমুল হোসেন প্রমুখ।

ডাকসুর হল সংসদের ভিপি আবু নাঈমকে ঝিনাইদহে সংবর্ধনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ফজলুল হক মুসলিম হলের নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি (ভিপি) খন্দকার মো. আবু নাঈমকে ঝিনাইদহ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতে ইসলামী’র কার্যালয়ে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আলী আজম মো. আবু বকর। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর আব্দুল আলিম, সহকারী সেক্রেটারি কাজী ছাগীর আহম্মেদ, জেলা উলামা মাশায়েখ পরিষদের সভাপতি মুহাদ্দিস রবিউল ইসলাম, শহর শিবিরের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ রানা পারভেজ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যাপক আব্দুল আওয়াল। আলোচনা সভা শেষে ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চনপুর এলাকার সন্তান আবু নাঈমকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বক্তারা নবনির্বাচিত ভিপি আবু নাঈমের সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানান এবং তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সফলতা

আলমডাঙ্গায় ৪২ জন হাফেজকে সংবর্ধনা প্রদান

আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ডাউকি ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ৪২ জন হাফেজে কুরআনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে কুরআনের হাফেজদের হাতে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল এবং ডাউকি ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মো. সাজিদুর রহমান (সজীব)। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ডাউকি ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি মো. আব্দুস সালাম।

সঞ্চালনা করেন ইউনিয়ন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি শরিফুল ইসলাম। বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, মানবতার সেবা, দেশ পরিচালনায় যোগ্যতা অর্জন এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করাই ইসলামী জীবনের মূল উদ্দেশ্য। তরুণ হাফেজরা সমাজে কুরআনের আলো ছড়িয়ে দিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এজন্য তাদের জীবন হতে হবে আদর্শ ও আমলনিষ্ঠ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আজ যারা হাফেজে কুরআন হয়েছেন তারা আগামী দিনের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে এই তরুণ হাফেজরাই দেশকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় ধর্মপ্রাণ জনগণ, বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, শিক্ষক, অভিভাবক, হাফেজ ও সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে ডাউকি ইউনিয়নে ধর্মীয় ও সাংগঠনিক আবহ সৃষ্টি হয়। স্থানীয়ভাবে জামায়াতের এই উদ্যোগকে ভবিষ্যৎ

প্রজন্মকে ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা একাডেমির কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও অভিভাবক সমাবেশ

আলমডাঙ্গা একাডেমির কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৮ টার সময় একাডেমিক প্রাঙ্গণে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২০২৪ সালের সালের এস.এস.সি. পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত, ২০২৫ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় জি.পি.এ ৫.০০ প্রাপ্ত ও বৃত্তি প্রাপ্ত সহ মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাডেট কলেজে চান্সপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্বর্ধনা-২০২৫ দেওয়া হয়।

উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী হুমায়রা শারমিলা ও নুসরাত জাহান মীম এর উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ডঃ মোঃ মফিজুর রহমান।

আলমডাঙ্গা একাডেমির পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও দর্শনা ডিগ্রি কলেজ অধ্যক্ষ ড: আব্দুস শহীদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজসেবা দপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ আবু তালেব,আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ সহকারী অধ্যাপক ড: মাহাবুব আলম।

এছাড়াও কৃতি শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে তাসিন আবরার, মিসবাউল হক অনন, হামিম রেজা, তাফিয়া নুর অন্তি, নানজিবা রাইসা সিনথিয়া, ইকবাল মাহমুদ সানভী বক্তব্য দেয়। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন: মিসবাউল হক অনন এর পিতা মোঃ এনামুল হক।

উক্ত অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালের এস.এস.সি. পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত, ২০২৫ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় জি.পি.এ ৫.০০ প্রাপ্ত ও বৃত্তি প্রাপ্ত সহ মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাডেট কলেজে চান্সপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদেরকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

২০২৪ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় ১ জন ট্যালেন্টপুল, ১০ জন সাধারণ গ্রেড প্রাপ্ত শিক্ষার্থী, ২০২৫ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় ৮৩ জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৭ জন জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী, তার মধ্যে ১০ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ০৭ জন, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ০২ জন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ০৮ জন এবং ক্যাডেট কলেজে ০৪ জন শিক্ষার্থীদেরকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পরিচালনা পরিষদের সকল সদস্য ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক/অভিভাবিকা মন্ডলী এবং সুধী জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন দেশ গড়ার লক্ষ্যে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন।শিক্ষার্থীদের অনুশাসনের পাশাপাশি স্নেহময় শীতলতা অবগাহন একান্ত প্রয়োজন। আলমডাঙ্গা একাডেমি দীর্ঘদিন ধরে তাদের সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।